আলমডাঙ্গায় ট্রেন স্টপেজের দাবিতে ট্রেন থামিয়ে মানববন্ধন

যশোরের বেনাপোল থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী আন্তঃনগর বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেন আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনে স্টপেজের দাবিতে রেলগাড়িটি আটকে অবরোধ করে মানববন্ধন করেছে।

আজ শনিবার (২১ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনে দুই ঘন্টাব্যাপী এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় আন্দোলনকারীরা ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে রেলগাড়িটির উপরে অবস্থান করেন। পরে রেলগাড়িটি অবিলম্বে আলমডাঙ্গাসহ পাশ্ববর্তী জেলার দুটি থানা মেহেরপুরের গাংনী ও কুষ্টিয়ার ইবি থানার সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে স্টপেজ দেবার দাবি তোলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দেশের ঐতিহ্যবাহী আলমডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনটি সাধারণ মানুষের রাজধানী ঢাকায় যাতায়াতে অন্যতম মাধ্যম। দীর্ঘদিন যাতায়াতের সু্বধিার জন্য আন্তঃনগর বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজের দাবি তোলেন উপজেলাবাসী।

এ দাবি পূরণের লক্ষ্যে আজ শনিবার বিকেলে আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটির উদ্যোগে বিকেল ৩টা হতে এ দাবিতে সমবেত হন স্থানীয়রা। সাড়ে তিনটার দিকে কয়েক হাজার আন্দোলনকারী রেলপথ আটকে বক্তব্য রাখেন। এতে একাত্ম প্রকাশ করে রাজনৈতিক, ব্যবসায়ীক ও সামাজিক সংগঠন তাদের নিজেদের ব্যানারে অংশ নেয়। এ সময় আন্তঃনগর বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ দাবিতে নানা স্লোগান দিতে থাকেন তারা। আন্দোলন চলাকালীন রেলগাড়িটি আধাঘণ্টা আটকে অবরোধের পর পাকশীর ঊর্ধতন রেল কর্মকর্তাদের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে লিখিত আবেদন পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়। প্রতিশ্রুতির পর আবারও ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় রেলগাড়ি।

সেখানে বক্তব্য দেন-আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির (ভারপ্রাপ্ত) সভাপতি আক্তার জোয়ার্দ্দার, পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক সামসুল হক টুকু, সদস্য সচিব হাবিবুল করিম চনচল, বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমূখ।

আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব হাবিবুল করিম চনচল জানান, ঐতিহ্যবাহী রেলওয়ে স্টেশনে আন্তঃনগর বেনাপোল এক্সপ্রেস আলমডাঙ্গায় স্টপেজ দীর্ঘদিনের দাবি। একাধিকবার এনিয়ে পাকশি রেলওয়ে কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা হলেও তারা কোন কর্ণপাত করেনি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে রেলগাড়িটি স্টপেজের দাবিতে মানবন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু বলেন, আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাই। রেলগাড়িটি থামলে কি তাদের ক্ষতি হবে কি না। ব্যবসা বাণিজ্য ও লেখাপড়ার জন্য রেলপথকে সুবিধা হিসেবে ব্যবহার করে আলমডাঙ্গাবাসী। যদি ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের দাবি না মানা হয় তাহলে লাগাতার অবরোধ কর্মসূচিতে যাবেন তারা।

গাংনীতে সার সংকট সমাধানে কৃষকদের মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনীতে সার সংকটের সমাধানে মানববন্ধন করেছেন কৃষকরা। আজ মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলা শহীদ মিনার চত্বরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম। মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের কৃষকরা।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, কৃষক ও জেলা যুব দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক, ষোলটাকা গ্রামের কৃষক সামছুল হক, বক্তব্যে বলেন, গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন যোগদান করার পর থেকে অনিয়ম দুর্নীতির মাধ্যমে অফিস পরিচালনা করে আসছেন। তিনি গাংনী কৃষি অফিসে ২০২৩ বিসিআইসি ডিলারদের সাথে সুবিধা নিয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন বলে অভিযোগ করেন। ইমরান হোসেনের বিরুদ্ধে রাসায়নিক সার, পারিবারিক পুষ্টি বাগানের অর্থ, কৃষি খামার যন্ত্রপাতি (মেশিনারীজ) বিক্রয়, বিভিন্ন কৃষি প্রনোদনাসহ প্রদর্শনী প্লটের কেলেংকারী ও নানা অনিয়ম দূর্নীতির অভিযোগ

উঠেছে তার বিরুদ্ধে কৃষি কর্মকর্তার দূর্নীতি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানিয়েছেন মানববন্ধনকারীরা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ১৬ বছর এক টানা আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকার কারনে তাদের অনুগত বিসিআইসি ডিলাররা সারের কৃত্রিম সংকট তৈরী করে কালো বাজারে বেশি দামে সার বিক্রয় করছেন। স্বৈরাচার সরকার পতনের পর থেকে আওয়ামী লীগের অনুগত ডিলারগণ সারের কৃত্রিম সংকট করছে বলেও বক্তব্য দেন তারা।

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস ইমরান হোসেন জানান, সারের কোন সংকট নেই। বিসিআইসি ডিলাররা সার উত্তোলন করে বিএডিসি ও সাব ডিলারাদের মাঝে সরবরাহ করছেন, সার চাষীরা হুচুগে পড়ে একই কৃষক তাদের পরিবারের আইডি কার্ড নিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার কিনে রাখছেন বলে আমাদের কাছে তথ্য এসেছে। এমনটা হলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা জানান, সরকারী ভাবে সারের কোন সংকট নেই। যদি কোন ডিলার বেশি দামে সার বিক্রয় করে তাহলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার উপলক্ষে মানববন্ধন

আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ফ্যাসিস্ট সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ মানুষের গুম খুন বিচার বহির্ভূত হত্যা বিচারের দাবিতে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার বেলা পৌনে ১২ টার দিকে দর্শনা সরকারি কলেজ শহীদ মিনারের সামনের সড়কে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, দর্শনা থানা ছাত্রদলের সদস্য সচিব ফরহাদ হোসেন, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক ফজলুর রহমান, সদস্য সচিব পলাশ আহমেদ, যুগ্ম আহ্বায়ক আসিফ হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক রাজু আহমেদ, ১ নং সদস্য হাসান আলী, দর্শনা পৌর ছাত্রদল নেতা শেখর শাওন ও আরিফ হোসেন, ডিপার্টমেন্ট নেতৃবৃন্দ অমিন হাসান, মুস্তাফিজুর রহমান সাইফ, ইমন, লিখন, আবিদ, সজীব, মেহেদী হাসান সহ সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দ।

৪ দফা দাবীতে ঝিনাইদহে ম্যাটস শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

১০ম গ্রেডে শুন্যপদে নিয়োগ, নতুন পদ সৃজন, আন্তর্জাতিক মানদন্ড ও বিএমএন্ডডিসি স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল বিষয়ে উচ্চশিক্ষাসহ ৪ দফা দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছেন ঝিনাইদহ ম্যাটস’র শিক্ষার্থীরা।

আজ সোমবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সামনে সাধারণ ম্যাটস শিক্ষার্থী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে এ কর্মসূচী পালন করা হয়।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ঝিনাইদহ ম্যাটস ও তোফাজ্জেল হোসেন ম্যাটস’র শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। সেসময় সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক শাহরিয়ার পরশ, ঝিনাইদহ ম্যাটস’র শিক্ষার্থী নাজমুল হাসান, মঈন উদ্দিন, আদিত্য কর্মকার, মিলি, সাগর পালসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, সতন্ত্র মেডিকেল এডুকেশন বোর্ড, অসংগতিপুর্ণ কোর্স কারিকুলাম সংশোধন, ১ বছরের ভাতাসহ ৪ দফা দাবী বাস্তবায়নের দাবী জানান।

ঝিনাইদহে ক্যাবের আয়োজনে প্রতিবাদ, মানববন্ধন ও র্যালী

দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে আলু পেঁয়াজসহ নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক মুল্যবৃদ্ধি ও আইনে নিষিদ্ধ খোলা বাজারে ভোজ্য তেল বিক্রির প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

কর্মসূচীতে ক্যাবের সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু, সাধারণ সম্পাদক শরিফা খাতুন, সদস্য এন এম শাহজালাল, কৃষিবিদ আহম্মেদ হোসেন, আব্দুল মজিদ, সাংবাদিক ও আইনজীবী আলাউদ্দিন আজাদ, চ্যানেলটোয়েন্টিফোর’র প্রতিনিধি সাদ্দাম হোসেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধি শারমিন সুলতানাসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, আলু পেঁয়াজসহ নিত্যপণ্যের মুল্যবৃদ্ধিতে দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের কারসাজি ও সিন্ডিকেটকে দায়ী করে দ্রুতই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানান। সেই সাথে খোলা বাজারে ভোজ্য তেল বিক্রি আইনে নিষিদ্ধ হলেও তা অবাধে বিক্রি হচ্ছে যা দ্রুত বন্ধ করার দাবীও জানান।

এর আগে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পোস্ট অফিস মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের বরাবর স্মারকলিপি প্রদাণ করা হয়।

ঝিনাইদহে বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ দখলমুক্ত করার দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের মহেশপুর অবৈধ দখল হওয়া খেলার মাঠ দখলমুক্ত করার দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার এমকে এ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ মানববন্ধন কর্মসূচীর আয়োজন করে স্থানীয় গ্রামবাসী। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। সেসময় বক্তৃতা করেন আব্দুর রশিদ, জাহাঙ্গীর প্রমূখ।

তাদের অভিযোগ, এমকেএ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ দখল করে স্থানীয় প্রভাবশালী আজিজ ও তার ভাই হান্নান ঘর নির্মাণ করছে। এছাড়াও প্রাচীর তৈরীর পায়তারা করছে। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই তারা দ্রুত খেলার মাঠটি দখলমুক্ত করার দাবি জানান।

ইসকন নিষিদ্ধের দাবীতে ঝিনাইদহে হেফাজত ইসলামের বিক্ষোভ মিছিল

ইসকনের নৃশংস হত্যাকেন্ডর প্রতিবাদ ও ইসকন নিষিদ্ধের দাবীতে ঝিনাইদহে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশ।

আজ শুক্রবার বাদ জুম্মা বিভিন্ন স্থান থেকে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে শহরের পায়রা চত্বরে জড়ো হতে থাকে। সেখান থেকে এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

শেষে মিছিলকারীরা আবারো পায়রা চত্বরে ফিরে এক বিক্ষোভ সমাবেশে মিলিত হয়।

সমাবেশে বক্তৃতা করেন, হেফাজত নেতা মুফতি আরিফ বিল্লাহ, মাও: আবুল বাশার, মুফতি নাজমুল ইসলাম, শায়েখ জুবায়ের আহমেদসহ অন্যান্যরা।

বক্তারা বলেন, ইসকন একটা উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন। ইসকনের হাতে নৃশস হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন এডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফ। তারা এই হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা প্রতিবাদ ও অবিলম্বে ইসকন নিষিদ্ধের দাবি জানান।

ইসকন নিষিদ্ধের দাবীতে কুষ্টিয়ায় খেলাফত মজলিসের বিক্ষোভ মিছিল

ইসকনকে উগ্রবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন আখ্যা দিয়ে মসজিদে হামলা ও চট্টগ্রামে আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফকে হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কুষ্টিয়া জেলার নেতৃবৃন্দ।

আজ শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) বাদ আসর শহরের বড়বাজার মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। এতে খেলাফত মজলিসের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও কেন্দ্রীয় বড় মসজিদ, বড় বাজার জামে মসজিদসহ আশেপাশের মসজিদের মুসল্লীরা যোগ দেন।

মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ চত্বরে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়।

মিছিলে’, ‘নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার’, ‘ইসকনকে নিষিদ্ধ কর, করতে হবে করতে হবে’ এমন নানা স্লোগান দেন মুসল্লীরা।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা

আব্দুল লতিফ খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফেজ আরিফুজ্জামানের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হাকিম, সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল খালেক, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মুমিনুল ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত যুব মজলিসের সভাপতি মাওলানা শারাফাত হুসাইন, তরুণ গবেষক এবং বিশ্লেষক আবু মিরাজ রুদ্র (ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল অফ বিজনেস) প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বিগত সরকার আলেমদের অত্যাচার করেছে, নির্যাতন করেছে। তবে তারা ইসকনকে লালন করেছে। ইসকন সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালিত করে মসজিদে হামলা করছে, আইনজীবীকে হত্যা করেছে। তাদের অবিলম্বে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান তারা।

তারা বলেন, ইসকনকে নিষিদ্ধ না করলে তৌহিদী জনতার আন্দোলন আরও বেগবান হবে তখন সরকারকে বেকাদায় পড়তে হবে। সময় থাকতে ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান তারা।

বিক্ষোভ মিছিলে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কুষ্টিয়া জেলার নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

বিডিআর হত্যাকান্ডের বিচার ও চাকরী পুর্ন:বহালের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

২০০৯ সালে পিলখানায় বিডিআর হত্যাকান্ডের বিচার ও চাকুরীচ্যুতদের পুর্ন:বহালের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে শহরের পায়রা চত্তরে বিডিআর কল্যাণ পরিষদ ও জেলা ক্ষতিগ্রস্থ বিডিআর সদস্যদের ব্যানারে এ কর্মসূচি পালিত হয়। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে চাকুরীচ্যুত বিডিআর সদস্য ও তাদের পরিবারের লোকজন অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে বিএম কামরুজ্জামান, হাবিলদার আলিফ হোসেন, মনিরুল ইসলামসহ সংগঠনটির অন্যান্য সদস্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী পিলখানায় সিমান্তরক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তরে স্বৈরাচারী তৎকালীন শেখ হাসিনা সরকার পরিকল্পিতভাবে ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জনকে হত্যা করে। তাদের হত্যার পুন:বিচার ও সেসময়ে চাকুরীচ্যুত বিডিআর সদস্যদের চাকরী পূন:বহালের দাবি জানান।

মেহেরপুরে পিপির নিয়োগ প্রত্যাহারের দাবীতে মানববন্ধন

হোটেল আটলান্টিকার নারী কেলেঙ্কারির অভিযুক্ত আসামীকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর ও মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পদ থেকে মোস্তাফিজুর রহমান তুহিনকে অপসারণের দাবীতে মেহেরপুরে মানবন্ধন করেছে বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাখা।

আজ বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসকের কাযার্লয় চত্তরে এ কর্মসূচী পালন করে তারা। তাকে প্রত্যাহার না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষনা দেন তারা।

মানবন্ধনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সাংবাদিক রফিক উল আলম ও সাধারণ সম্পাদক মোছাঃ দিলারা পারভীন।

এ সময় তারা বলেন, সামাজিক অবক্ষয় দিন দিন বেড়ে চলেছে। এমন এক ব্যক্তি, যিনি সামাজিক অবক্ষয় ও নারী কেলেঙ্কারির সঙ্গে সরাসরি জড়িত এবং সেই মামলার এক নম্বর আসামি, তাকে কীভাবে একই আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো? এটি সত্যিই বিস্ময়কর ও প্রশ্নবিদ্ধ। একজন ব্যক্তি, যিনি নারী কেলেঙ্কারির

মামলায় অভিযুক্ত এবং বিচারাধীন, তাকে এমন দায়িত্ব দেওয়া কীভাবে সম্ভব? সাধারণ জনগণ এ ধরনের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছে না এবং এতে ন্যায়বিচারের প্রতি আস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে।

উল্লেখ্য, মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন ওরফে তুহিন আরন্য একটি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। তার বিরুদ্ধে পর্নগ্রাফি ও চাঁদাবাজির অভিযোগে দুটি মামলা চলমান। এ মামলায় তিনি এক সপ্তাহ হাজত বাসও করেছেন। এনিয়ে বিভিণ্ণ গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয় ওই সময়ে।